ANGIKAR PARIBAR

A Promise of Hope

ANGIKAR PARIBAR

A Promise of Hope

REPORT CARD

angikarparibar@gmail.com | Social Media Connections | www.angikarparibar.org

Table of Contains

Pages

- ❖ INTRODUCTION → 1
- ❖ ABOUT US → 2
- ❖ NOTES FROM FOUNDER → 3
- ❖ DEMOGRAPHIC MAP OF OUR PROJECTS → 4
- ❖ EDUCATION → 5-8
  - Pathshala
  - Techshala (Computer School)
  - Chitrashala (Drawing School)
  - Phoenix (Dance School)
- ❖ WOMEN HEALTH → 9-11
- ❖ AWARENESS CAMPAIGN → 12-16
- ❖ COVID RESPONSE & DISASTER MANAGEMENT → 17-22
- ❖ CHARITY → 23
- ❖ PROJECTS IN NEAR FUTURE → 24
- ❖ CONTACT US → 25

✧ Preface

Ever since the formation of Angikar Paribar by some like-minded people belonging to almost same age groups and different sections of the society in the year 2019, our organization is working in some devoted issues of women and child development, Health & Nutrition, environment, education.

Angikar Paribar believes that combined approach of education and development of lower-class society may fulfil our dream.

Financial constraint has always remained as a barrier to shape up our dream.

However, due to the support of our partners and members, we are marching towards our vision and mission in a collaborative approach.

✧ Background and Formation

Angikar Paribar is a non-Government, non-political, non-profit making organization engaged in the field of social development. It was founded by a group of like-minded students in the year **2019, 25th December** in **Patrasayer, Bankura, West Bengal.**

✧ Objectives

Emphasizing community Development through people's participation and assuring the underprivileged community to live with pride, dignity and peace is the core objective of Angikar Paribar. Health, Environment, Education, livelihoods, conservation of Nature, Women & child Welfare are also our main points of concern.

We, "**Angikar Paribar**" are the joint and cooperative efforts of some youths. As the name, "Angikar" itself suggests a "Promise of Hope" so have our troops taken an endeavour to stand by the humans irrespective of caste, creed, religion, and skin colour, no matter what the situation is. Our motto being, "Lead me from darkness to light" we provide social, economic, and educational empowerment to the people of the underprivileged communities and this is restricted not only to some dark corners of Bankura but we are always ready to reach out to any people from anywhere in need. And our very recent initiative "**Pathshala**" is its shining example. We believe education just like food shelter and clothing is another basic need of life and that success comes by breaking conventions, therefore, focusing more on practical learning amidst nature with the projectors, geographical maps, and globes as aids in hand keeping in mind the modern aspects of it. We, as an organization strongly tend to erase the distinct line of separation between the rich and the poor, the highs and the lows, and make these basic needs more accessible to one and all. We are humans so let humanity flourish first not a privilege!

✧ Vision & Mission

Angikar Paribar envision to eradicate poverty among the economical unprivileged section and enhance the dignity of the poor across the country. Basic but neglected issues of the poor is to be manifested by involving them to raise their own absolute problems and possible desired solutions with dignity to be treated as a reward to attain their aim and goal

Notes From Founder

Maybe it takes shorter period of time for taking birth of millions of good dreams from only one good dream than creating one bubble from another bubble. These dreams inspire us every morning. At this time the whole world is in the grasp of the deadly pandemic. And this time the schemes of Govt. can't work properly. That's why at this moment our most important duty is to realize the value of life, stand with the needy persons & make future brighter.

With this moto Angikar Paribar is moving forward with their unconditional works, from last 2 years. Where we stand with the people in every month with new warmth new aim. Our soul is dedicated for helping each other.

Our mentors always remind us the concept of 4 'D's: Desire, Dedication, Determination & Discipline. Angikar Army take all of these in their soul. The attitude if being with each other made our path very smooth. Actually, to work with heritage and its preservation, one has to step a little slower. We are doing same. Trying to stay happy with each other. Sometimes doing mistakes, learning, turning around again. We have no Godfather. We are not doing any competition. We only have an Aim of doing something great, something good, something noble. And slowly it spreads out village to village, city to city. "We shall overcome some day".

Krishanu Bhattacharayya

On behalf of Angikar Paribar

Demographic Map of Our Projects

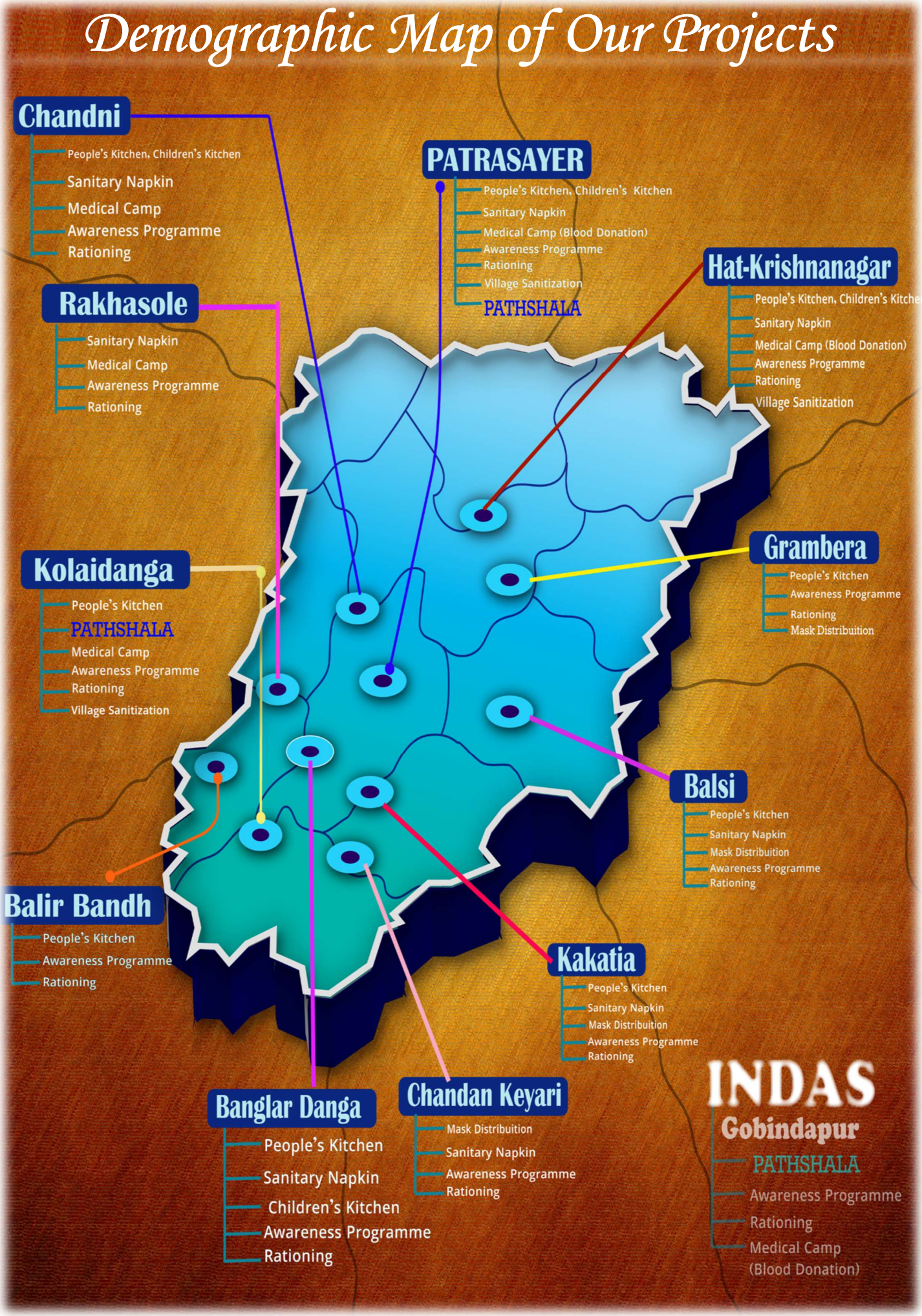

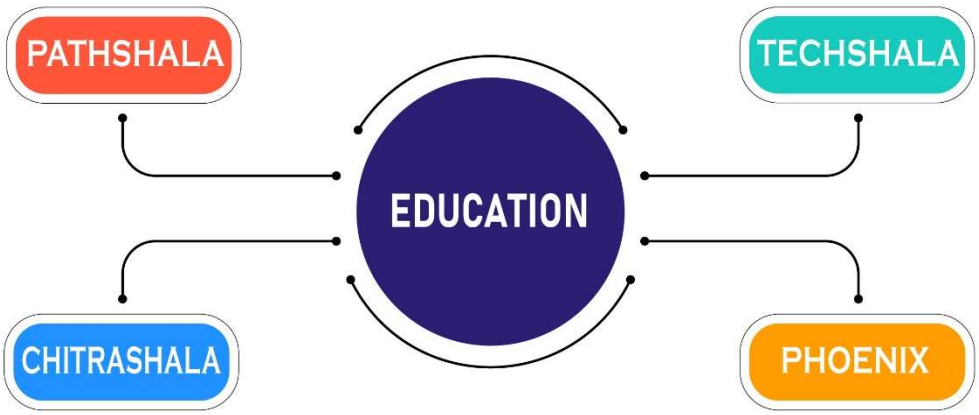

✧ Pathshala

Pathshala is for the underprivileged community students who don't get enough care of education and other means. Our main aim is to bring them to the main stream of education by giving them proper teaching.

Total no of Students- 243 students

Name of Pathshala- (i) Kolai Danga Pathshala, Padua (Total students- 78)

(ii) Kalonjoy tola Pathshala, Patrasayer (Total students- 54)

(iii) Gobindapur Pathshala, Indas (Total students- 66)

(iv) Sivakunda Pathshala, Birsingha (Total students- 45)

At Kalonjoy tola Pathshala, we set up a Science Museum and a Library for the students.

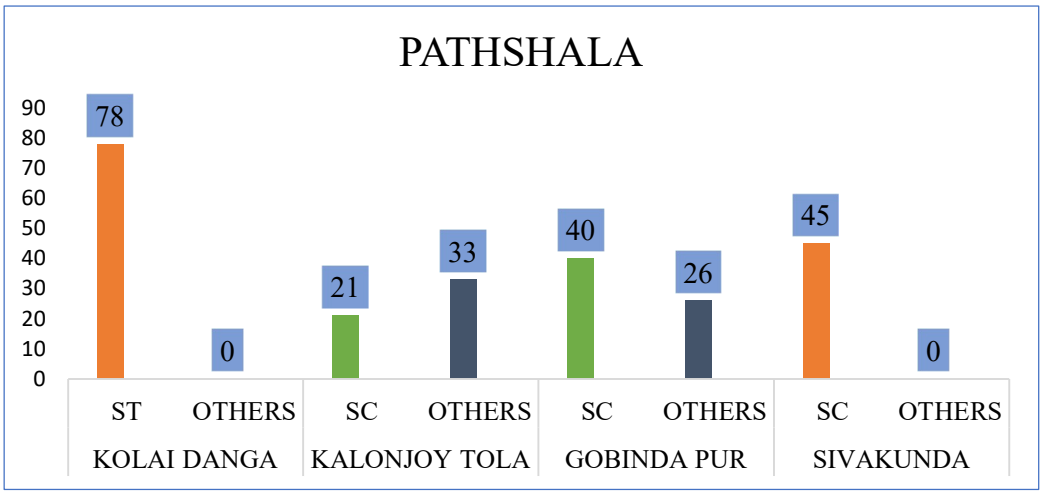

Science Museum at Pathshala

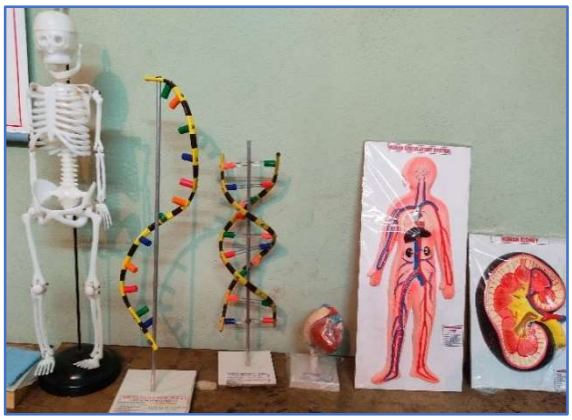

✧ Techshala

We have opened a free computer school for the students to know about computer and to develop their ideas. We arrange computer and their textbook syllabus related webinar once in a month.

No of Students- 60 students.

No of Computers- 8 pcs

✧ Chitrashala

It was said that dream will not stop. That's exactly happening. Currently we are moving towards creating a Drawing school. Out of that range of ideas. We have made a outline for implementation. Our aim from day one has been to go beyond the syllabus and deliver education in a new way.

✧ Phoenix (Dance School)

Phoenix- The Determination to Carry You Forward.

Phoenix is a new initiative of Angikar Paribar so that money does not stand in the way of developing one's talent. There is a special training classes for the students of Pathshala. Two dance teachers took their classes.

ACHIEVEMENTS

আট ‘দাদা’র খরচে জোড়া পাঠশালা

তারাশঙ্কর গুপ্ত

পাত্রসায়র: কেউ বি-টেক, কেউ স্নাতকোত্তরের ছাত্র, কেউ চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। করোনা আবহে দুস্থ বাচ্চাদের বাড়ির পড়ায় সাহায্য করতে নিজেদের পকেট-খরচের টাকায় তাঁরাই খুলেছেন দু’টি পাঠশালা। এলাকার কিছু যুবক-যুবতীকে সাম্মানিক দিয়ে তাঁদের সাহায্যে পড়ুয়াদের পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের আট জন। বিডিও প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বলেন, “দুস্থ পড়ুয়াদের জন্য এ সাহায্য অনেকখানি। ওঁদের প্রশংসা করতেই হবে।”

পাত্রসায়রের বাসিন্দা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পড়ুয়া কৃশানু ভট্টাচার্য, বি-টেক পড়ুয়া শৌভিক মুখোপাধ্যায়েরা বলেন, “আট বন্ধু জেলার বাইরে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি, গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য কতটা লড়াই করতে হয়। তুলনায় শহরের ছেলেমেয়েরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এগিয়ে থাকে। ঠিক করি, গ্রামের পড়ুয়াদের জন্য কিছু করব।”

সে ইচ্ছে থেকেই গত সরস্বতী পুজোয় বই-খাতা বিলি করতে আট জন গিয়েছিলেন পাত্রসায়রের আদিবাসী গ্রাম কলাইডাঙায়। সেখানে অভিভাবক খোকন কিস্কু, সজল হেমব্রম বলেন, “ওঁদের বলেছিলাম, ‘এক দিন বই দিলেই হবে না। বাচ্চাদের পড়ানোর হাল ধরুন’। অনেকে পড়াশোনা জানে না। রোজগারও তত নয়, যে টিউশনে দেব।” তখনই ওই আট জন পাঠশালা খুলবেন বলে ঠিক করেন।

কলাইডাঙায় চলছে পাঠশালা। *নিজস্ব চিত্র*

শৌভিকদের সঙ্গী চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া স্বরূপকুমার চন্দ্র, কলেজ পড়ুয়া কৌশিক ঘোষাল, বিশ্বজিৎ দত্ত, সন্দীপ মাইতি, শুভজিৎ মিত্র, ডি ফার্মের পড়ুয়া দেবাশিস রায়েরা বলেন, “পড়ানোর সময় দিতে পারব না। তাই এলাকার যে সব যুবক-যুবতী নিজেদের পড়ার খরচ চালাতে টিউশন দেন, তাঁদের মধ্যে ছ’জনকে বেছেছি। গ্রামবাসীর দেওয়া ঘরে ১২ জুন থেকে পাঠশালা খোলা হয়।”

পাঠশালায় রোজ সকালে প্রাক প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের কী ভাবে পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে হবে, সে জন্য সপ্তাহে এক দিন অভিভাবকদেরও ‘ক্লাস’ নেওয়া হয়। আট বন্ধু জানান, তাঁদের এই উদ্যোগে তাঁদের বন্ধু ও শিক্ষকদের অনেকে অর্থ সাহায্য করছেন। ১ সেপ্টেম্বর পাত্রসায়রের কালঞ্জয় মন্দিরের কাছে আরও একটি পাঠশালা শুরু হয়েছে।

দু’টি জায়গা মিলিয়ে জন্য ৬০ ছাত্রছাত্রী পড়ছে। আট ‘দাদা’র দেওয়া মাস্ক পরে, দূরত্ব-বিধি মেনে ক্লাস করছে তারা। তাদের মধ্যে কলাইডাঙার পড়ুয়া সপ্তম শ্রেণির সকুল কিস্কু বলে, “আগে ইংরেজিতে নিজের নাম, বাবার নাম লিখতে বানান ভুল করতাম। পাঠশালায় এসে ঠিক বানান লিখতে শিখেছি।” পঞ্চম শ্রেণির উর্মিলা টুডু জানায়, তার অঙ্কের ভয় কেটেছে। পঞ্চম শ্রেণির রামকৃষ্ণ হেমব্রমের কথায়, “স্যারেরা পড়ানোর ফাঁকে ভাল মানুষ হতে বলেন।”

কলাইডাঙার ছেলেমেয়েরা মূলত পুড়য়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাত্রসায়র বামিয়া জিডি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। দুই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীনেশ নন্দী ও রঘুনাথ দে বলেন, “ওই আট জনের এই চেষ্টায় এলাকার বাচ্চাদের শিক্ষায় আগ্রহ বাড়বে।”

ANANDABAZAR PATRIKA, 28.09.2020

কলাইডাঙা গ্রামে দূরত্ব বিধি মেনে পঠনপাঠন

করোনা আবহে পাত্রসায়রে অসহায় পড়ুয়াদের আলোর দিশা দেখাচ্ছে ‘পৃথিবীর পাঠশালা’

দেবব্রত দাস

পাত্রসায়র: ওরা নিজেরাই শিক্ষার্থী। কেউ কলেজ পড়ুয়া। কেউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আবার কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র। তবে সকলেই বেকার। জীবনে প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড়ে ছুটছেন। তবুও এই করোনা আবহে অসহায় পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে চালু করেছেন অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র ‘পৃথিবীর পাঠশালা’। বাঁকুড়ার পাত্রসায়র ব্লকের বীরসিংহ পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত কলাইডাঙা গ্রামের এই পাঠশালা আলোর দিশা দেখাচ্ছে এলাকার খুদে পড়ুয়াদের।

পাত্রসায়র ব্লকের বীরসিংহ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাইডাঙা গ্রাম। শাল পিয়ালের জঙ্গলে ঘেরা আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের খুদে পড়ুয়াদের জন্য কোয়ারান্টাইন স্টুডেন্ট ইয়ুথ নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় ও পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে চালু করা হয়েছে অবৈতনিক স্কুল ‘পৃথিবীর পাঠশালা’। করোনা আবহেও দূরত্ব বিধি মেনে কম সংখ্যক পড়ুয়াদের নিয়ে এই পাঠশালায় পঠনপাঠন চলছে। পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন পাত্রসায়রের কৃশানু ভট্টাচার্য, সোমা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র কৃশানু ভট্টাচার্য, পাত্রসায়র কলেজের ছাত্র বিশ্বজিৎ দত্ত, কৌশিক ঘোষাল, বি-টেক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শৌভিক মুখোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদে ডি ফার্ম দেবাশিস রায়, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্র সন্দীপ মাইতি, সুমন নন্দী ও সোমা ঘোষরা বললেন, “করোনা পরিস্থিতির মধ্যে প্রত্যন্ত গ্রামের পড়ুয়াদের পড়াশোনা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেক গরিব পরিবারের হাতে মোবাইল কেনা তো দূরের কথা খাবারের সংস্থান করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা পাত্রসায়র ব্লকের বীরসিংহ পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত কলাইডাঙা গ্রামে একটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছি। এই শিক্ষাকেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছে ‘পৃথিবীর পাঠশালা’। বর্তমানে পাত্রসায়র ব্লকের কলাইডাঙা গ্রামে, মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস রায়, কৌশিক ঘোষাল, সুমন নন্দী, সন্দীপ মাইতির মতো শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীরা।

কলাইডাঙা গ্রামে পড়ুয়াদের জন্য ‘পৃথিবীর পাঠশালা’।

কেন এই উদ্যোগ?

পাঠশালায় ১৯৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। পঠনপাঠনের পাশাপাশি পড়ুয়াদের বই, খাতা, পেন, পেন্সিল, বোর্ড, মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোভিড বিধি মেনেই কম সংখ্যক পড়ুয়াদের নিয়ে এই পাঠশালা চলছে।” কলাইডাঙা গ্রামের এই ‘পৃথিবীর পাঠশালা’র অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মাধবী কিস্কু, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সোনামণি টুডু, দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র লখিন্দর সোরেন বলল, “করোনা আবহের মধ্যেও আমাদের পড়াশোনার বিরাম নেই। সুন্দর পরিবেশে আমরা দূরত্ব বিধি মেনে পড়াশোনা করছি। শুধু পড়াশুনা নয়, করোনা সচেতনতায় আমরা গ্রামে স্যানিটাইজার স্প্রে করেছি। সচেতনতার প্রচার চালাচ্ছি। এই পাঠশালা থেকে আমরা খুবই উপকৃত হচ্ছি।” অঙ্গীকার পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কৃশানু ভট্টাচার্য ও বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, “শুধু পড়াশোনা নয়, আমাদের এই পাঠশালা থেকে সামাজিক সচেতনতার শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে”। ছবি: প্রতিদিন চিত্র

SANGBAD PRATIDIN 13.06.2021

ইন্দাসে চালু

অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র ‘পাঠশালা’

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের রাজখামার এলাকায় শনিবার থেকে চালু হল অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র ‘পাঠশালা।’ পাত্রসায়রের কয়েকজন শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে তৈরি হওয়া অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঠশালা চালু করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য কৃশানু ভট্টাচার্য বলেন, “ইতিমধ্যে অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে পাত্রসায়র ব্লক এলাকায় দু’টি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঠশালা চালু করা হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “এবার ইন্দাস ব্লকের রাজখামার এলাকায় অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঠশালা চালু করা হল। একইসঙ্গে এই পাঠশালায় থাকছে ছোটদের জন্য জাদুঘর। শিশুদের শিক্ষামুখী করার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।”

SANGBAD PRATIDIN 04.04.2021

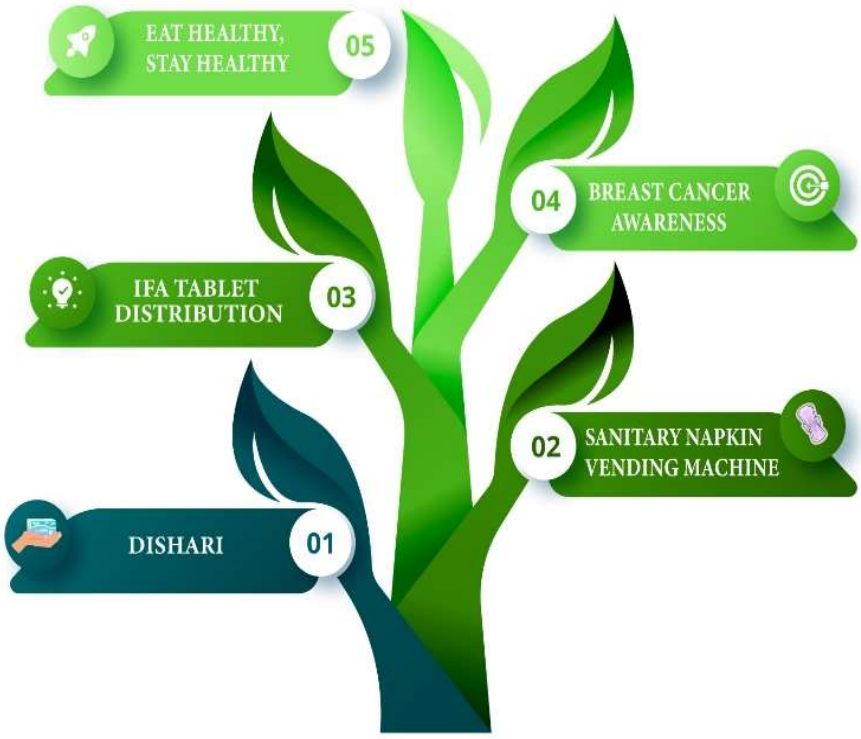

✧ Dishari

Dishari is a project about women health and hygiene. We deliver sanitary pads to those women who use dirty cloths instead of using pads. Due to this they suffer from various bacterial and fungal infection which are fatally detrimental to their reproductive health.

We have started this awareness Programme from January, 2021.

Location- Patrasayer Block.

Monthly 200 sanitary pads are distributed. We have reached the mark of distributing 5200 pads.

✧ IFA Tablets Distribution

When we went to survey rural areas with some of our nurse members and some doctors, we found that some women have several diseases due to iron deficiency. So, we started to give them IFA Tablets.

Location- Patrasayer Block area.

We covered total 4 rural villages.

✧ Sanitary Napkin Vending Machine

We have set up vending machines in three different schools so that girl students can avail themselves of this opportunity.

Location- Patrasayer Girls High School, Patrasayer Bamira GD Institution & Balsi High School

Monthly 200 sanitary pads are distributed. We have reached the landmark of distributing 5200+ pads.

✧ Breast Cancer Awareness

Our female members go to every village to tell all women about breast cancer and tell them how they can test for it themselves. We covered almost 5 villages.

✧ Eat Healthy Stay Healthy

Every month we visit one village and conduct a survey to ensure that pregnant women and newly born babies get proper nutritional food.

Installation of Vending Machine

ACHIEVEMENTS

ঋতুকালীন চেতনা জরুরি, পথে ‘প্যাড উইমেন’

তারাশঙ্কর গুপ্ত

পাত্রসায়র

অতিমারিতে খাবার পৌঁছে দিতেই তাঁরা পথে নেমেছিলেন। তখনই জানতে পারেন, অনেক মহিলা এখনও সচেতনতার অভাবে কিংবা দারিদ্রের কারণে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করেন না। তাই গত জানুয়ারি মাস থেকে বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের বিভিন্ন গ্রামে কিশোরী ও মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি করে, তার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরছেন এক দল ছাত্রী। বিডিও (পাত্রসায়র) নিবিড় মণ্ডল বলেন, “ওই ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু ছাত্র অতিমারি-পর্বে সামাজিক নানা কাজ করছেন। শুভেচ্ছা রইল।”

পাত্রসায়রের বাসিন্দা তথা কলকাতার সাগর দত্ত মেডিক্যালের হাসপাতালের নার্সিংয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সোমাশ্রী নন্দী, পাত্রসায়র কলেজের কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের নিবেদিতা ঘোষ এবং দ্বিতীয় বর্ষের মৌমি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “ত্রাণ দিতে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের থেকে আমরা তাঁদের ঋতুকালীন নানা সমস্যার কথা জানতে পারি। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার না করে তাঁরা নোংরা কাপড় বার বার ব্যবহার করেন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। সে জন্য সংক্রমণ যেমন হয়, তেমনই গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের সময় অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মেয়েদের।। বার বার গ্রামে গিয়ে এ কথা বোঝানোর পরে তাঁদের মধ্যে ন্যাপকিন ব্যবহারে অনেকখানি উৎসাহিত করা গিয়েছে।”

সুস্থ থাকার বার্তা দিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হচ্ছে। *নিজস্ব চিত্র*

পাত্রসায়রের চন্দনকেয়ারী, রাখাশোল, কাকাটিয়া, পলাশবুনি, ডুমনি, শিবকুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামগুলির অধিকাংশই আদিবাসী-প্রধান। মূলত দিনমজুরদের বাস। নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রাণীবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী বালসীর দিয়া মিশ্র জানান, কারও কারও মধ্যে সচেতনতা তৈরি হলেও অতিমারিতে যেখানে খাবার জোগাড় করতে নাজেহাল অবস্থা, সেখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন কেনার ভাবনা বিলাসিতার সমান। তাই ওই ছাত্রীরা প্রথমে নিজেদের খরচ বাঁচিয়ে ন্যাপকিন কিনে তুলে দেন মহিলাদের হাতে। এখন শিক্ষক, বন্ধুদের অনেকেই তাঁদের সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছেন।

কাকাটিয়ার এক কিশোরী বলে, “দিদিদের কাছে জেনেছি, ঋতু স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে লজ্জার কিছু নেই। দিদিদের দেওয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনই ব্যবহার করি।”

কিন্তু যে কাজ স্বাস্থ্য দফতরের করার কথা, তা কয়েকজন ছাত্রীকে কেন করতে হচ্ছে? বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য-জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জগন্নাথ সরকার, “আমাদের আশাকর্মীরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় প্রচার করছেন। তবে ছাত্রীরা এ ক্ষেত্রে এগিয়ে এলে, তা অবশ্যই সমাজের পক্ষে ভাল।”

ANANDABAZAR PATRIKA 25.08.2021

করোনা আবহে স্বাস্থ্য সচেতনতায় পাড়ায় পাড়ায় মৌমি, প্রিয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: করোনা আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ওরা নিজেরাই খুলেছেন ‘কো-হেল্প’ পোর্টাল। করোনা সংক্রমণ রোধে নিজেরাই তৈরি করেছেন স্যানিটাইজার। এবার ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ও স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পরামর্শ দিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে লিফলেট ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি করছেন বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের শিক্ষানুরাগী তরুণীরা। পাত্রসায়র ব্লকের নবাসনের শ্রাবন্তী দাঁ, কাকাটিয়ার নিবেদিতা ঘোষ, মৌমি বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ালী মুখোপাধ্যায়, প্রিয়া নন্দী, পিংকি নন্দীর মতো তরুণীদের এই সচেতনতা প্রচারের কাজে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের অন্যতম সদস্য কৃশানু ভট্টাচার্য বলেন, “মাসিকের সময় এখনও প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করেন না। পিছিয়ে পড়া এলাকার মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আর্থিক অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পিরিয়ডের সময় স্যানিটারি ন্যাপকিনের বদলে কাপড় ব্যবহার করেন। সেই সময় এইসব ব্যবহারের ফলে শরীরে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই এই অবস্থায় মহিলাদের কী করণীয় সে ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে আমাদের অঙ্গীকার পরিবারের মহিলা সদস্যরা কাকাটিয়া, রাখাশোল, চন্দনকেয়ারি, ডুমনি, পলাশবুনি, শিবকুন্ডা-সহ বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে গিয়ে লিফলেট বিলির পাশাপাশি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি শুরু করেছেন।” করোনা আবহের মধ্যেও প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিস্টারের পড়ুয়া মৌমি, নিবেদিতা, পিয়ালী, প্রিয়া, পিংকি, শ্রাবন্তীদের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পাত্রসায়রের গ্রামে গ্রামে ন্যাপকিন বিলি। —দেবব্রত দাস

SANGBAD PRATIDIN 24.07.2021

ন্যাপকিন বিলি

■ পাত্রসায়র : পিরিয়ডের সময় মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা আরও বাড়াতে এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করার আহবান জানিয়ে লিফলেট বিলি করল পাত্রসায়রের ‘অঙ্গীকার পরিবার’। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এদিন এই সংগঠনের পক্ষ থেকে এলাকার ৬০ জন মহিলার হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়।

SANGBAD PRATIDIN 09.03.2021

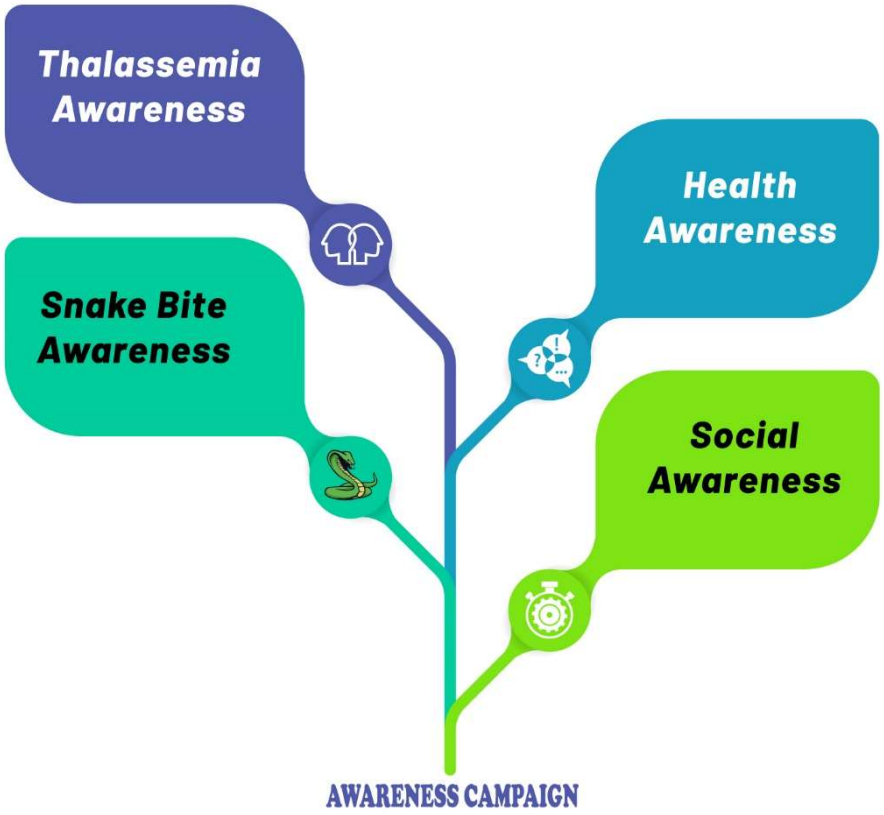

✧ Thalassemia Awareness

Thalassemia is a genetic blood disorder that affects the body's ability to produce haemoglobin, which is essential for carrying oxygen in the blood. It can result in anaemia, fatigue, and other serious health complications.

To raise awareness about thalassemia, we organised several campaigns to educate people about the condition, its symptoms, and the importance of early diagnosis and treatment.

Real Life Story- Subhajit, 10 years old brave boy fights against thalassemia. We provided nutritious food every month. We also look into how smoothly he can continue his studies.

✧ Health Awareness

Health awareness campaigns are designed to educate the public about health issues and encourage them to take preventive measures to maintain good health. These campaigns can focus on a wide range of topics such as chronic diseases, mental health, infectious diseases, and healthy lifestyle habits. We organised **Free Medical Camp**, **Eye Check-up Camp**, **Blood Donation camp** quarterly.

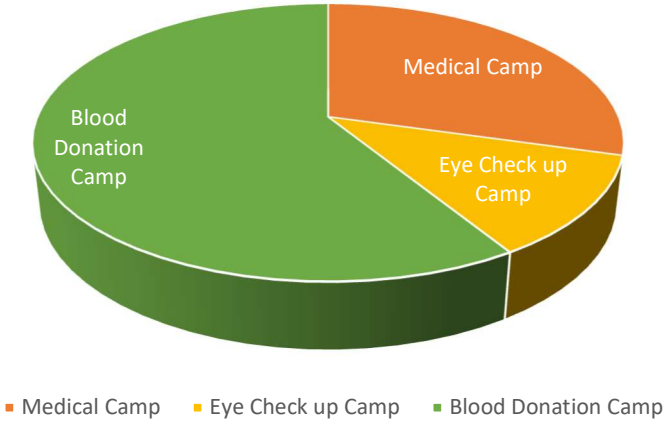

✧ Snake Bite Awareness

Snake bite awareness is crucial to prevent and manage snake bites, which can be life-threatening. It is important to understand the characteristics of venomous snakes, their habitats, and behaviour to avoid encounters with them. Basic first aid knowledge and immediate medical attention can save lives in case of a snake bite. So, we organised Snake Bite Awareness camp in various villages.

✧ Social Awareness

Our Pathshala Students are very aware of the environment. So, every year we take up several project to aware the people about environment and others. We also get help from the administration in this regard. Some main projects are- **Tree Plantation Drive, Safe Drive Safe Life, Catch the Rain** etc. Local people also take part in this project.

Tree Plantation Drive at Pathshala

Safe Drive Save Life

Catch the Rain

ACHIEVEMENTS

স্বাস্থ্যশিবির থেকে বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা

পাত্রসায়র

কেউ প্যারামেডিক্যালের পড়ুয়া, কেউ নার্সিং কলেজের। বাড়ি পাত্রসায়র ব্লকে। করোনা পরিস্থিতিতে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কমিউনিটি কিচেনে গিয়ে জানতে পারেন, প্রত্যন্ত গ্রামের অনেক সাধারণ মানুষ করোনার ভয়ে সাধারণ রোগেরও চিকিৎসা করাচ্ছেন না। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে রবিবার পাত্রসায়র ব্লকের জঙ্গলঘেরা কলাইডাঙায় স্বাস্থ্যশিবির করলেন।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের জিএনএম কোর্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী কোহিনুর খাতুন বলেন, "খাবার বিলি করতে গিয়ে জানতে পারি, গ্রামের অনেক মানুষ করোনার ভয়ে হাসপাতালে যেতে চাইছেন না। পেটখারাপ, সুগার, প্রেসার প্রভৃতির চিকিৎসা করাচ্ছেন না। আর টেলিমেডিসিন পরিষেবা ব্যবহার করার সুযোগ তাঁদের

■ কলাইডাঙা গ্রামে। *নিজস্ব চিত্র*

অনেকেরই নেই।" উলুবেড়িয়ার একটি বেসরকারি কলেজের ফার্মাসির ছাত্র অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কেউ পয়সার অভাবে, কেউ করোনার ভয়ে, কেউ বা সামাজিক বয়কটের ভয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন না।" কলকাতার একটি বেসরকারি প্যারামেডিক্যাল কলেজের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের ছাত্র চন্দ্রনীল দাস জানান, পাত্রসায়রের বিএমওএইচ প্রিয়দর্শী যশের কাছে তাঁরা অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। আর দেন কিছু ওষুধ, ওআরএস ও থার্মাল গান।

শিবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা দুই কলেজ পড়ুয়া রূপম দত্ত ও কৃশাণু ভট্টাচার্য জানান, এ দিন একশো জনের বেশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ফার্মাসির পড়ুয়া দেবাশিস রায় বলেন, "বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে এই ধরনের শিবির করব আমরা। একটি গ্রামে মাসে দু'বার করার ইচ্ছে রয়েছে।"

শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে আসা আশি বছরের আহ্লাদী মান্ডি বলেন, "কিছু দিন শরীর খুব দুর্বল লাগছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আমার সুগার বেড়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। কী খেতে হবে বলে দিয়েছেন। ওঁরা এসেছিলেন বলেই রোগটা ধরা পড়ল।" বিএমওএইচ (পাত্রসায়র) প্রিয়দর্শী যশ বলেন, "ওঁরা খুব ভাল কাজ করছেন। সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেই হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য গ্রামের মানুষদের সচেতন করে এসেছেন। এটাও খুব দরকারি।"

ANANDABAZAR PATRIKA 14.06.2021

বিয়ের আসরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে প্রচারে কনের বন্ধুরা

■ বন্ধুদের সঙ্গে প্রচারে কনেও। পাত্রসায়রে। *নিজস্ব চিত্র*

তারাশঙ্কর গুপ্ত

পাত্রসায়র

দুই বান্ধবীর বিয়েতে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালালেন বন্ধু-বান্ধবীরা। বিয়ের মণ্ডপে পোস্টার সাঁটানো হয়। তাতে 'বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষার' আবেদন জানানো হয়। কনের বেশে প্রচারে যোগ দেন দুই পাত্রীও। মঙ্গলবার পাত্রসায়রে এই কর্মসূচি নজর কেড়েছে আমন্ত্রিতদের।

প্রচারে হাজির কৃশাণু ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা সবাই বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। আমাদের একটি সংগঠন আছে। সারা বছর ধরেই সামাজিক কাজ করি। মানুষের পাশে থাকি।" তিনি জানান, তাঁদের সংগঠনের দুই সদস্য স্নিগ্ধা রায় ও মৌমি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ে ছিল মঙ্গলবার। তাঁরা নিয়মিত স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার নিয়ে গ্রামে গ্রামে সচেতনতা প্রচার করেন। সাপ ও কুসংস্কার নিয়েও পাত্রসায়রে সচেতনতা প্রচার চলে। এই সব কাজের ফাঁকেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের কষ্টের বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। তখন থেকেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছেন তাঁরা।

শৌভিক মুখোপাধ্যায় নামে সংগঠনের এক সদস্য বলেন, "যে দুই বান্ধবীর বিয়ে ছিল, তারা থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছেন আগেই। আমরা সংগঠনের উদ্যোগে তাদের বিয়েতে পোস্টার ও লিফলেট বিলির মাধ্যমে বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছি।" মৌমি বলেন, "বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করা খুব জরুরি। বিয়ের অনুষ্ঠানে এ নিয়ে প্রচার করবে বলে জানিয়েছিল বন্ধুরা। আমি সম্মতি দিই।" কনের বেশেও বন্ধুদের সঙ্গে সচেতনতা প্রচারে যোগ দিয়েছিলেন স্নিগ্ধা। তিনি বলেন, "থ্যালাসেমিয়া একটি জন্মগত ও বংশগত রোগ। বিয়ের আগে রক্তপরীক্ষা হলে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়। অনেকেই এটা করাতে চান না।" তিনি জানান, বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা প্রচার করতে গিয়ে রক্তের জন্য থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর বাবা-মাকে হাহাকার করতে দেখেছেন তাঁরা। স্নিগ্ধা বলেন, " সে কারণেই ঠিক করেছিলাম, নিজেদের এবং আত্মীয়দের বিয়েতে আমরা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে প্রচার করব।"

বিয়েতে আমন্ত্রিত এক অতিথির কথায়, "এ ধরনের অনুষ্ঠানে সচেতনতার প্রচার করলে তা মানুষের মনে দাগ কাটে। আর যেখানে পাত্রী বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করিয়েছেন, সেখানে এই প্রচার সকলকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করবে।"

ANANDABAZAR PATRIKA 19.01.2021

আক্রান্তের পাশে

পাত্রসায়র: এলাকার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর পাশে দাঁড়াল পাত্রসায়রের একটি ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন। তাঁদের তরফে কৃষাণু ভট্টাচার্য বলেন, "গত বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এলাকার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত দুঃস্থ শিশুদের পাশে দাঁড়াব। স্থানীয় এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর জন্য ওই পরিবারকে প্রতি মাসের শুরুতেই ফল, ছাতু, ডাল, ছোলা, পাঁউরুটি, ডিম, কলা, বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে আসছি। সম্প্রতি শীতবস্ত্র ও বইখাতা দেওয়া হয়েছে।"

নিজস্ব সংবাদদাতা

ANANDABAZAR PATRIKA 10.01.2023

কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে পাত্রসায়রে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র : একবিংশ শতাব্দীতেও সাপের কামড় বা নানা কুসংস্কারে বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মৃত্যু ঘটছে। এর পিছনে রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। সচেতনতা বৃদ্ধি করে কুসংস্কারমুক্ত এক সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে একটি আলচনাসভা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থানার বালসি-২ পঞ্চায়েতের ধুমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবার ও কোয়ারান্টাইন স্টুডেন্ট ইয়ুথ নেটওয়ার্কের উদ্যোগে এই আলোচনা শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে আলোচক ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৌম্যদীপ ঘোষ, অঙ্গীকার পরিবারের সদস্য বিশ্বজিৎ দত্ত, কৃশানু ভট্টাচার্য, বুবাই দে, প্রিয়তোষ মেন্দা। এই শিবিরে সাপে কামড়ালে তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত মানুষকে ওঝা বা গুনিনের কাছে বা দেবদেবীর স্থানে ফেলে না রেখে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কুসংস্কার রুখতে প্রত্যেককে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। শিবিরে এলাকার ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

SANGBAD PRATIDIN 06.07.2021

সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা

পাত্রসায়র

সাপে কাটলে কী করতে হবে জানাতে, এবং কুসংস্কার দূর করতে পাত্রসায়রের বীরসিংহ পঞ্চায়েতের কলাইডাঙা গ্রামে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিল ছাত্র-ছাত্রীদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শুক্রবার ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সৌম্যদীপ ঘোষ ও বিএমওএইচ (পাত্রসায়র) প্রিয়দর্শী যশ। যোগ দিয়েছিলেন কলাইডাঙা ও পার্শ্ববর্তী পাদুয়া গ্রামের বাসিন্দারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃষাণু ভট্টাচার্য বলেন, "এ দিনের আলোচনার বিষয় ছিল 'কুসংস্কারমুক্ত এক সুন্দর সমাজ'। সাপে কাটার পরেই যেন ওঝার কাছে না নিয়ে গিয়ে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সে ব্যাপারে গ্রামের মানুষদের সচেতন করা হয়।"

ANANDABAZAR PATRIKA,
07.11.2020

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের রাজখামার উচ্চবিদ্যালয়ে সোমবার একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অঙ্গীকার পরিবারের উদ্যোগে ও বিষ্ণুপুর ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় এদিনের এই রক্তদান শিবিরে এলাকার ৩৮ জন রক্তদান করেন। আয়োজক অঙ্গীকার পরিবারের তরফে বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, "গ্রীষ্মকালে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে এমনিতেই রক্তের ঘাটতি থাকে। এখন করোনা 'ভয়াল' আকার ধারণ করেছে। এর ফলে রক্তের চাহিদা থাকলেও সংকট চলছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। আগামীদিনেও আমরা আরও কয়েকটি শিবির করার চেষ্টা করব।"

SANGBAD PRATIDIN
27.04.2021

পাত্রসায়রে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: কেউ কলেজ পড়ুয়া। কেউ আবার সদ্য কলেজের গণ্ডি টপকেছেন। তবুও করোনা আবহে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। খাদ্যসামগ্রী বিতরণ থেকে এলাকা স্যানিটাইজ করা। অসহায় পড়ুয়াদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র 'পৃথিবীর পাঠশালা'। এবার করোনা পরিস্থিতিতে রক্তের সংকট মেটাতে নিজেরাই আয়োজন করলেন রক্তদান শিবির। সেই শিবিরে নিজেরাই রক্তদান করলেন। বাঁকুড়ার পাত্রসায়র ব্লক এলাকার শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগে বুধবার হাটকৃষ্ণনগর হাইস্কুলে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে রক্তদান করলেন পড়ুয়ারা। এদিনের রক্তদান শিবিরের আয়োজক পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের সদস্য কলেজ পড়ুয়া বিশ্বজিৎ দত্ত, রিজুয়ানা খাতুন, বুবাই দে, সুস্মিতা হালদার বললেন, "করোনা পরিস্থিতির জন্য বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, হাসপাতালে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। রোগীদের অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমরা নিজেরাই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। রক্তদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া। অনেকে এই প্রথমবার রক্তদান করলেন।" এদিন শিবিরে রক্তদান করা কলেজ ছাত্রী শ্রেয়া দাস, জয় নায়েক, বুবাই দে বলেন, "রক্তের অভাবে বহু রোগী ও তার পরিবারের লোকজন প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা তাই নিজেরাই স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে এসেছি।" পড়ুয়ারা রক্তদানে এদিয়ে আসায়, তাঁদের সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে।

SANGBAD PRATIDIN
09.09.2021

কুসংস্কারের বিরোধিতায় জনসচেতনতার শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র : গ্রামের কিছু মানুষ এখনও কুসংস্কারছন্ন। সাপে কামড়ালে এখনও বেশ কিছু মানুষ আছেন যারা দেবদেবীর থানে সর্পাঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ফেলে রাখেন চিকিৎসা না করিয়ে। শুধু তাই নয়, এখনও কিছু এলাকায় ডাইনি তকমা দিয়ে কিছু মানুষকে হেনস্তা করা হয়। আর এই সবের পিছনে রয়েছে নানা কুসংস্কার। তাই এই কুসংস্কারের বিরোধিতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শিবির হল বাঁকুড়ার পাত্রসায়র এলাকায়। পাত্রসায়র অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে পাত্রসায়রের কালঞ্জয়তলা এলাকায় এই শিবির করা হয়েছিল। এই শিবিরের আয়োজক অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে কৃশানু ভট্টাচার্য ও বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, "সাপে কাটা নিয়ে এখনও কিছু মানুষের মধ্যে কুসংস্কার রয়ে গিয়েছে। সর্পদংশনের পরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা না করিয়ে তাকে কোনও দেবদেবীর স্থানে ফেলে রাখা হয়। এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। দ্রুত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। এর পাশাপাশি ডাইনি-সহ নানা কুপ্রথা এখনও চলছে। এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা এই অনুষ্ঠান করেছিলাম।" অনুষ্ঠানে স্থানীয় পড়ুয়াদের পাশাপাশি এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত শনিবারই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জয়পুরে অনুষ্ঠান করে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সেখানে সাপে কামড়ালে কি করণীয় সে সম্পর্কে বিশদে জানানো হয়। পাশাপাশি ভূতে ধরা ডাইনি প্রথা এমন কুসংস্কার নিয়ে যে অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে তার বিরোধিতায় সরব হওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানানো হয়।

SANGBAD PRATIDIN
26.10.2021

Our activities during Covid & Natural Disaster

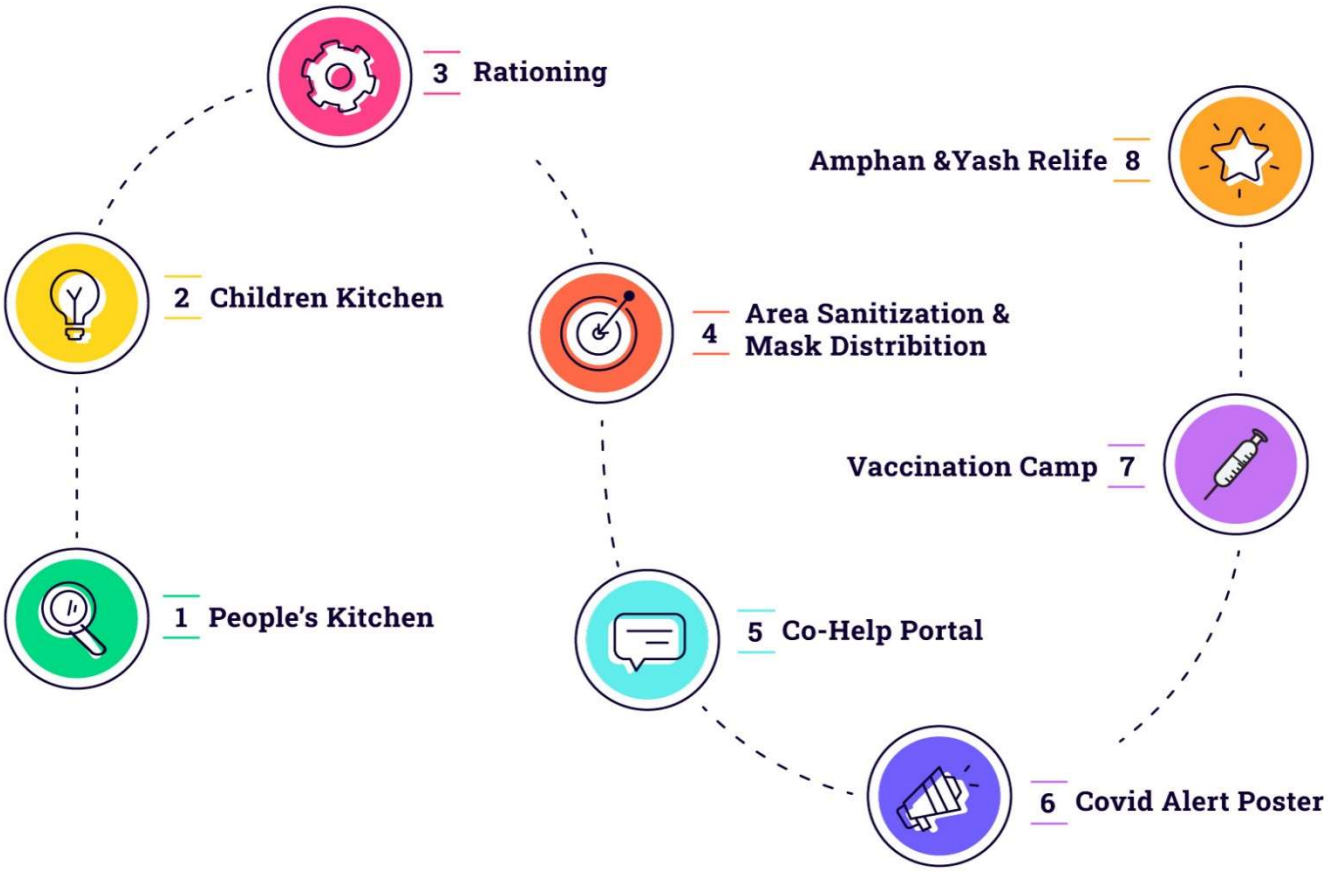

✧ People's Kitchen

In the first and second phase of the Covid situation, We, Angikar Paribar stood by the unemployed and migrant workers through the People's kitchens. We served cooked food door to door and also served Covid positive patients. Our first People's Kitchen (20th April – 9th may, 2020) continued for 20 days and our second kitchen (22nd May- 15th Jun, 2021) continued for 25 days.

We served total **11,031 peoples** in our area.

✧ Children Kitchen

Everyone is hoping that everything will be the same again. School and college have been closed for a long time. So, in this time we came forward thinking about those kids who have been deprived of mid-day meal for about 90 days and more because of the current situation. Some kids are suffering from malnutrition. So we thing that we can gave them some nutritious food. Then we started Children's Kitchen for 10 days.

We served total **575 children** in our area.

✧ Rationing

Although the present state and central government cooperated with rice and wheat, the necessary arrangements for vegetables and shops were neglected in the Covid situation. We stood by many needy people through the Rationing project. Free ration items were delivered to this needy families.

We helped total **584 families** in our area.

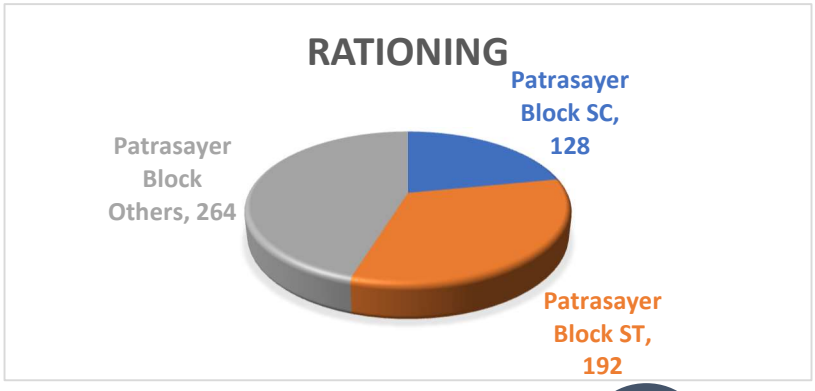

✧ Area Sanitization & Mask Distribution

Area sanitization refers to the process of cleaning and disinfecting a particular area or space to reduce or eliminate the presence of harmful microorganisms such as viruses, bacteria, and fungi. This process is particularly important during the Covid-19 pandemic to prevent the spread of the virus. We sanitized our local market and other shops every day during the pandemic.

We also distributed **25000 masks** during the village festivals.

✧ Co- Help Portal

We opened a online and offline help portal to find Hospital Bed, Oxygen, Ambulance, Blood, Medicine & food for covid effected families. We also visit door to door to deliver food, medicine and oxygen etc. Thus we helped 50+ covid effected families.

✧ Covid Alert Poster

A Covid alert poster is a visual communication tool that contains information related to the COVID-19 pandemic. It aims to raise awareness and remind people of the importance of following preventive measures to reduce the spread of the virus.

The poster usually includes instructions on hand hygiene, wearing masks, social distancing, and other measures to reduce the risk of infection. It may also contain information about local health guidelines, vaccination programs, and testing facilities.

We commonly displayed this poster in public areas such as schools, workplaces, and community centers, where people are likely to gather.

✧ Vaccination Camp

We arrange a free Vaccination camp with the help of BPHC, Patrasayer specially for the people who can not go to local hospital. We also spared awareness about the benefits of get vaccinated.

✧ Amphan & Yash Relief

After Aamphan and Yaash hit West Bengal, many families were homeless. Here in our area, the disaster didn't come in that way. Still some families were in really danger. Their only house was rubbed. Some families have had a hard time getting their homes under water. Angikar Paribar have reached out to them to avoid this natural disaster. Some families were evacuated. We provided them some dry foods and tripals.

We helped 66 families providing them food and tripals.

ACHIEVEMENTS

পাত্রসায়রে জনতার রান্নাঘর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের বালসি গ্রামে শুরু হল জনতার রান্নাঘর। পাত্রসায়রের শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগে ও কোয়ারান্টাইন স্টুডেন্ট ইয়ুথ নেটওয়ার্কের উদ্যোগে শুক্রবার থেকে বালসি গ্রামে এই কর্মসূচি চালু হল। পাত্রসায়র অঙ্গীকার পরিবারের সদস্য বিশ্বজিৎ দত্ত, দেবাশিস রায়, প্রিয়তোষ মেদ্যা, সায়ন্ত দাস, সুদীপ দে'রা বলেন, "করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এলাকার দুঃস্থ, অসহায় পরিবারের মানুষজনকে রান্না করা খাবার দেওয়ার জন্যই জনতার রান্নাঘর চালু করা হয়েছে। এই রান্নাঘর থেকে প্রতিদিন গড়ে ২০০ জনকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। আগামী দশ দিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে।"

SANGBAD PRATIDIN 05.06.2021

টিকাকরণ শিবির

পাত্রসায়র: পাত্রসায়র ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহায়তায় কোভিড টিকাকরণ শিবির হল পাত্রসায়রের কালঞ্জয় মন্দির পাঠশালায়। শিবির পরিচালনায় সাহায্য করে পাত্রসায়রের ছাত্রছাত্রীদের একটি সংগঠন। বুধবার সকালে শুরু হয় শিবির। সংগঠনের তরফে কৃশাণু ভট্টাচার্য বলেন, "তিনশো জনকে প্রথম ডোজের টিকার টোকেন দেওয়া হয়েছিল।" বিডিও (পাত্রসায়র) নিবিড় মণ্ডল বলেন, "এ দিন পাত্রসায়রে তিন হাজার টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। তাই অস্থায়ী ভাবে কিছু টিকাকেন্দ্র বাড়ানো হয়।"

নিজস্ব সংবাদদাতা

ANANDABAZAR PATRIKA 23.09.2021

এক নজরে

'জনতার রান্নাঘর'

পাত্রসায়র: 'জনতার রান্নাঘর' গড়ে দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষজনের পাশে দাঁড়াল পাত্রসায়রের ছাত্রছাত্রীদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। পাত্রসায়রের যে সব গ্রামে দুঃস্থ মানুষজন বেশি, সেখানে রান্না করা খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা। সংগঠনের তরফে কোহিনুর খাতুন বলেন, "গতবছর লকডাউনে পাত্রসায়রের বিভিন্ন প্রান্তে দুঃস্থ মানুষজনকে খাবার পৌঁছে দিতে 'জনতার রান্নাঘর' গড়ে তোলা হয়েছিল। এবছর পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই আবার শুরু করেছি এই উদ্যোগ।" সংগঠনের আর এক কর্মকর্তা কৃশানু ভট্টাচার্য বলেন, "রোজ চাঁদনি, বাংলারডাঙা, বাগানপাড়া-সহ চারটি আদিবাসী গ্রামের মোট ৮৮ জনকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও করোনা আক্রান্ত বেশ কিছু দুঃস্থ মানুষের বাড়িতে আমরা খাবার পৌঁছে দিচ্ছি।"

ANANDABAZAR PATRIKA, 24.05.2021

দুঃস্থ, অসহায়দের জন্য

পাত্রসায়রে 'জনতার রান্নাঘর' চালু

রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: করোনা আক্রান্ত, দুঃস্থ, অসহায় পরিবারের জন্য ফের 'জনতার রান্নাঘর' চালু করা হল বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্যে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। এরই মধ্যে সংক্রমণের সঙ্গে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এই অবস্থায় পাত্রসায়রের শিক্ষানুরাগী তরুণ- তরুণীদের সামাজিক সংগঠন অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে 'জনতার রান্নাঘর'। পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের সদস্য কৃশানু ভট্টাচার্য বলেন, "করোনা পরিস্থিতির জন্য বহু মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা এলাকার দুঃস্থ, অসহায় মানুষজনের পাশে আগেও ছিলাম। এখনও আছি। করোনা আক্রান্ত পরিবারের বাড়িতে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ, অসহায় মানুষদের খাবার দেওয়া হয়েছে। এদিন আমরা ৯০ জনকে রান্না করা খাবার দিয়েছি।"

SANGBAD PRATIDIN 23.05.2021

পাত্রসায়রের আদিবাসী গ্রামে স্যানিটাইজ করা, মাস্ক বিতরণে এবার খুদে পড়ুয়ারা

দেবব্রত দাস

পাত্রসায়র: করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সচেতনতার প্রচারে বিরাম নেই পুলিশ প্রশাসনের। এবার পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি করোনা সচেতনতায় রাস্তায় নামল খুদে পড়ুয়ার দল। বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের একটি সামাজিক সংগঠন অঙ্গীকার পরিবারের সহায়তায় আদিবাসী অধ্যুষিত কলাইডাঙা গ্রামে মঙ্গলবার পাঠশালার পড়ুয়ারা নিজেরাই সচেতনতার প্রচারে শামিল হল। নিজেদের পাঠশালা প্রাঙ্গণ স্যানিটাইজড করার পাশাপাশি গোটা গ্রামে জীবাণুনাশক স্প্রে করল। গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিল মাস্ক। করোনা সচেতনতার প্রচারে পড়ুয়াদের এই ভূমিকায় খুশি কলাইডাঙা গ্রামের বাসিন্দারা।

পাত্রসায়র ব্লকের বীরসিংহ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাইডাঙা গ্রাম। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের খুদে পড়ুয়াদের জন্য পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে চালু করা হয়েছে অবৈতনিক স্কুল 'পাঠশালা'। করোনা আবহে গড়াশোনার পাঠ এখন লাটে ওঠার জোগাড়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও কোভিড বিধি মেনে কম সংখ্যক পড়ুয়াদের নিয়েই চলছে পাঠশালা।

পাত্রসায়রের কলাইডাঙা গ্রামে স্যানিটাইজড করছে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার। —সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

এবার এই পাঠশালার খুদে পড়ুয়ারা করোনা সচেতনতার প্রচারেও শামিল হল। মঙ্গলবার সকালে হাতে গ্লাভস, মুখে মাস্ক, পিঠে স্প্রে মেশিন নিয়ে কলাইডাঙা এলাকায় করোনা সচেতনতার প্রচার চালাল। নিজেদের পাঠশালার পাশাপাশি গোটা গ্রাম জীবাণুমুক্ত করার জন্য এদিন স্যানিটাইজড করল তারা। গ্রামের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হল মাস্ক। ষষ্ঠ শ্রেণির রামকৃষ্ণ হেমব্রম, অষ্টম শ্রেণির গোপীনাথ কিস্কু, সকুল কিস্কু বলল, "করোনা সচেতনতায় এখনও গ্রামের কিছু মানুষ উদাসীন। করোনা সংক্রমণ এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার পরিবেশ স্যানিটাইজড করা অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। তাই স্যারদের অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায় এদিন আমরা নিজেরাই মাস্ক পরে স্প্রে মেশিন নিয়ে গোটা গ্রাম স্যানিটাইজড করেছি। মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। সচেতনতার প্রচার চালানো হয়েছে।" অঙ্গীকার পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কৃশানু ভট্টাচার্য ও বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, "এলাকার শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগে আমরা অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঠশালা চালু করেছি। করোনা আবহে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। এদিন কলাইডাঙা গ্রামে পাঠশালার পড়ুয়ারা নিজেরাই করোনা সচেতনতার প্রচারে এগিয়ে এসেছিল। ওরা এদিন গোটা গ্রামে জীবাণুনাশক স্প্রে করেছে। মাস্ক বিলি করেছে। আমরাও ওদের হাতে মাস্ক, স্যানিটাইজার তুলে দিয়েছি।" তাই বলাই যায়, করোনা সংক্রমণ এড়াতে সচেতনতার প্রচারে পথ দেখাচ্ছে আদিবাসী অধ্যুষিত কলাইডাঙার রামকৃষ্ণ, গোপীনাথ, সকুলদের মতো খুদে পড়ুয়ারা।

SANGBAD PRATIDIN
12.05.2021

পাত্রসায়রে স্মারকলিপি

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করোনাবিধি মানার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পোর্টালে নাম নথিভুক্তদের ভ্যাকসিন নির্দিষ্টদিনে দেওয়া-সহ সাত দফা দাবিতে মঙ্গলবার পাত্রসায়রের বিএমওএইচ-এর কাছে একটি স্মারকলিপি দিল স্থানীয় একটি সামাজিক সংগঠন অঙ্গীকার পরিবার। এদিন পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের পক্ষ থেকে কৃশানু ভট্টাচার্য বলেন, "পাত্রসায়ের ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে এখন ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেখানে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে লাইনে দাঁড়ানো মানুষজনের মধ্যে অনেকে ধূমপান করছেন। মাস্ক ছাড়াই ঘোরাঘুরি করছেন। সরকারি পোর্টালে ভ্যাকসিনের জন্য নাম নথিভুক্ত করার পরেও নির্দিষ্ট তারিখে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না। এইসব অসুবিধা দূর করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার দাবিতেই এদিন আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিএমওএইচকে লিখিতভাবে স্মারকলিপি দিয়েছি।" এই বিষয়ে পাত্রসায়রের বিএমওএইচ প্রিয়দর্শী যশ বলেন, "ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে এখন ভিড় হচ্ছে। সেই ব্যাপারে পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবার নামে একটি সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা স্মারকলিপি দিয়েছেন। কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনেই আমরা কাজ করছি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে কোভিড বিধি মেনে কাজ করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।"

SANGBAD PRATIDIN
30.05.2021

পাত্রসায়রে তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগ

করোনা সচেতনতায় গ্রামে গ্রামে পোস্টার সাঁটানোর কাজ শুরু

পোস্টার সাঁটানো হচ্ছে পাত্রসায়রের গ্রামে। —প্রতিদিন চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাত্রসায়র: করোনা আবহে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছেন ওরা। করোনা আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ওরা নিজেরাই খুলেছেন 'কো-হেল্প' পোর্টাল। করোনা সংক্রমণ রোধে নিজেরাই তৈরি করেছেন স্যানিটাইজার। সেই স্যানিটাইজার দিয়ে এলাকা জীবাণুমুক্ত করতে রাস্তায় নেমে পড়েছেন ওরা। এবার করোনার বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে পোস্টার সাঁটানোর কাজ শুরু করেছেন বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীরা। কাকাটিয়ার নিবেদিতা ঘোষ, বনবীরসিংহের সুমন নন্দী, সৌরভ পাল, পাত্রসায়রের প্রশান্ত লোহার, বিশ্বজিৎ দত্ত'দের মতো তরুণ-তরুণীদের এই কাজে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

করোনা আবহে পাত্রসায়রের সামাজিক সংগঠন অঙ্গীকার পরিবারের সহায়তায় শৌভিক মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস দে, চন্দ্রনীল দাস, শ্রীদীপ সাহা, নীলাঞ্জনা দে-এর মতো তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগে 'কো-হেল্প' পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এবার কোয়ারান্টাইন স্টুডেন্ট ইয়ুথ নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে করোনা সংক্রমণ রোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে যে পোস্টার দেওয়া হয়েছে সেগুলিই গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেওয়ালে সাঁটালেন ওই সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা।

শনিবার পাত্রসায়র ব্লকের কাকাটিয়া, বনবীরসিংহ-সহ আশপাশের গ্রামের বিভিন্ন দেওয়ালে এই পোস্টার দেওয়া হয়। পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের অন্যতম সদস্য কৃশানু ভট্টাচার্য বলেন, "করোনা সংক্রমণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোয়ারান্টাইন স্টুডেন্ট ইয়ুথ নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমাদের এক হাজার পোস্টার দেওয়া হয়েছে। আমাদের সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই পোস্টার সাঁটানোর কাজ শুরু করেছেন। এর পাশাপাশি রান্না করা খাবার বিলির কাজও চলছে।" করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সচেতনতা প্রচারে এলাকার শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীদের এমন উদ্যোগে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

SANGBAD PRATIDIN
28.04.2021

হাসপাতালে বেডের সংখ্যা থেকে অক্সিজেন সরবরাহের তথ্য

কোভিড পরিস্থিতিতে এবার রোগীদের পাশে দাঁড়াতে 'কো-হেল্প' পোর্টাল চালু পাত্রসায়রে

দেবব্রত দাস

পাত্রসায়র: লকডাউনে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পৌঁছে দিয়েছেন খাদ্যসামগ্রী। কখনও আবার রান্না করা খাবারের প্যাকেট। এবার করোনা আবহেও জীবন মৃত্যুর মাঝখানে থাকা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন ওরা। করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ যখন গোটা দেশের মানুষকে নাড়িয়ে দিয়েছে তখন করোনা রোগীদের পাশে দাঁড়াতে নিজেরাই খুলেছেন 'কো-হেল্প' পোর্টাল। এই পোর্টালের মাধ্যমে কোন হাসপাতালে কত বেড আছে তার সংখ্যা দেওয়া থেকে মুমূর্ষু রোগীর জন্য অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা-সবই মিলছে। বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের শিক্ষানুরাগী শৌভিক মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস দে, চন্দ্রনীল দাস, শ্রীদীপ সাহা, নীলাঞ্জনা দে-র মতো তরুণ-তরুণীদের এই উদ্যোগ এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে।

করোনা আবহে চারিদিকে অক্সিজেনের হাহাকার। করোনা আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা করাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে রোগী ও তাদের পরিবারের কাছে আশার আলো দেখাচ্ছে পাত্রসায়রের তরুণ-তরুণীদের 'কো-হেল্প' পোর্টাল। কোভিড পরিস্থিতিতে এই পোর্টালের মাধ্যমে আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের লোকজন খুব সহজেই জানতে পারছেন কোন হাসপাতালে বেড পাওয়া যাবে। কোথায় অ্যাম্বুল্যান্স মিলবে। এমনকী, অক্সিজেনের প্রয়োজন হলে দ্রুত অক্সিজেনের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে পাত্রসায়রের সামাজিক সংগঠন অঙ্গীকার পরিবারের সহায়তায় এই 'কো-হেল্প' পোর্টাল চালু হয়েছে। করোনা সংক্রমণের মাঝে এলাকার শিক্ষানুরাগী তরুণ-তরুণীদের এমন মানবিক উদ্যোগে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

কেন এমন প্রচেষ্টা? পাত্রসায়রের বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র শৌভিক মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস দে, হাটকৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রী নীলাঞ্জনা দে বললেন, "করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরেই রোগী ও তার পরিবারের লোকজন নিশাহীন অবস্থায় পড়ছেন। মানসিকভাবে অনেকেই ভেঙে পড়ছেন। কোথায় ভর্তি করা যাবে।" তারা আরও বললেন, "শ্বাসকষ্ট শুরু হলে অক্সিজেন কীভাবে ও কোথায় মিলবে, এইসব নিয়ে আতঙ্কিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে করোনা আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আমরা এই 'কো-হেল্প' পোর্টাল চালু করেছি। এই পোর্টালে ডাটা শিট আছে। সেখানে বাঁকুড়া জেলার কোন হাসপাতালে কত বেড, অক্সিজেন, অ্যাম্বুল্যান্স কত আছে সব দেওয়া আছে। এর পাশাপাশি যোগাযোগের নম্বরও দেওয়া আছে। কারও কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করলেই আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যথা সম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।" পাত্রসায়রের অঙ্গীকার পরিবারের অন্যতম সদস্য কৃশানু ভট্টাচার্য বলেন, "করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে খাবার, ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজও আমরা করছি। এই পোর্টালের মাধ্যমে সব কিছু জেনে কেউ যোগাযোগ করলে উপকৃত হবেন। মানুষের পাশে থাকার জন্যই এই পোর্টাল চালু করা হয়েছে।" এই বিষয়ে বাঁকুড়ার একটি নার্সিংহোমের স্টাফ নির্বেদিতা পাত্র বলেন, "আমি ওই পোর্টাল দেখে অক্সিজেনের জন্য ফোন করেছিলাম। তারপরেই ওনারা দ্রুত আমাকে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছেন ওনারা।" এমন উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

SANGBAD PRATIDIN 13.05.2021

✧ Cloth Distribution

We donated some cloths to migrant workers, trapped in the lockdown. We pledge to give new clothes as gifts to the students of Pathshala & other needy old aged people in the occasion of Durga Puja.

✧ Warm Cloth Distribution

We have provided blankets and winter clothes to the poor and needy people those who don't have good winter clothes.

✧ Study Materials Distribution

During lockdown period we decided to help local slum area kids providing them with Book, khata, pen so that they can atleast continue their study.

Projects In Near Future

Our Contact Details

7384279649 (Krishanu Bhattacharyya)
8609526725 (Biswajit Dutta)
7908549417 (Shouvik Mukherjee)
9875412359 (Debasis Ray)

Address

Head office: Vill- Patrasayer, PO- Patrasayer
Dist- Bankura, Pin- 722206

Bank Details

A/C No- 04120110136638
Name- Angikar Paribar
Ifsc Code- UCBA000412
Bank Name- Uco Bank

Website- www.angikarparibar.org
Gmail- angikarparibar@gmail.com
Facebook/ Instagram/ LinkedIn- Angikar Paribar

Angikar Paribar

Department of Education & Children Welfare
AN INITIATIVE BY ANGIKAR

HOUSE OF CHARITY & SOCIAL WORKS
An Initiative by Angikar